DEPARTMENT OF BENGALI

SEMESTER IV (GEN)

CC/GE 4-4

MODULE 2

ছোটগল্প: মতিলাল পাদরী

মডিউল-২ ছোটগল্প   গল্পকার: কমলকুমার মজুমদার
গল্পটির প্রকাশ 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫৭ সালে।

"ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, মহারাজ, সে নহে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মেই ধর্মের শেষ।"—

এমন ধ্রুব উচ্চারণ কোনো ধীমান পাঠকের অপরিচিত নয়, কেননা আকৈশোর আমরা 'গান্ধারীর আবেদন' এ মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু আদর্শের এই উঁচু চূড়া থেকে যখনই আমরা প্রাত্যহিকতার কাদামাটির জমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি, তখনই তিক্ত অভিজ্ঞতাপুঞ্জ ~~দেখিয়ে~~ আমাদের দেখিয়েছে ধর্মের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেহারা। শুধু সম্পদ নয়, সুখ নয়, ধর্ম এখন অনেক পার্থিব প্রাপ্তিযোগের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ধর্মের নামে কুৎসিত দেউলিয়াপনা বর্তমান সমাজ-রাজনৈতিক জীবনে এক শোচনীয় সত্য, যে সত্য শিখিয়েছে "যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়" এই ধারণাকে খুব বেশি বিশ্বাস করতে নেই, দেখিয়েছে শতাব্দীর ক্রান্তিকালে দুর্যোধনরাই দলে ভারি, ধর্মতাস গরীয়ান। এইভাবে আধুনিক সমাজে ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা ক্রমশই কুয়াশিকতায় কবলায়িত করেছে। ধর্ম যে মানুষের কল্যাণ মঙ্গলের জনক, তা যে একান্তই মানুষের জন্য, সেটা ভুলতে বসেছে সাধারণ মানুষ! এই কথাগুলি কমল কুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরী' গল্পের অনুষঙ্গে আপনা-আপনি চলে আসে, কেননা 'মতিলাল পাদরী' মানুষের নিহিত ধর্মবোধের কাহিনী, যাকে সম্প্রীতির জীবনধর্ম বলে চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশ-বিহার সীমান্ত যেখানে মিশেছে সেই অঞ্চলে এক সাঁওতাল-অধ্যুষিত এলাকায় মতিলাল পাদরীর এক টিলার ওপর গীর্জাঘর। এখানেই দুঃখী মানুষদের মধ্যেই তাঁর সেবাধর্মের আদর্শপালন। একদিন আষাঢ়ের এক প্রবল জলঝড়ের রাতে মতিলাল পাদরীর পরিচ্ছন্ন গীর্জাঘরে ঢুকল অচেনা— "একটি সাঁওতালী সদৃশ স্ত্রীলোক", অজ্ঞাতকুলশীল, কোথা থেকে এসে এখানে প্রসব করল একটি পুত্রসন্তান। পাদরীর অনুগত অন্যান্যেরা যখন এমন অনাচারে শিহরিত, ক্রমে মোক্তার-বিব্রত পাদরীর বিশ্বাসী মনে তখন পরমাশ্চর্য সত্যচেতনা ঝলসে ওঠে—

"এই দীন দুঃখী গীর্জা ঘরে কে জন্মাল?"

হয়তো তাঁর মনে করুণা জন্মেছিল, অথবা পরিবেশ উসকে দিয়েছিল সেই বেথলেহেমের পৌরাণিক স্মৃতি। এই শিশুর আগমন আসলে পবিত্র ঈশ্বরপুত্রের নবজন্ম— এমন বিশ্বাসে মতিলাল পাদরীর মুখ ধূপ ভরার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

প্রসূতির নাম ভমর। কৃষ্ণবর্ণের সংকোচে সে জড়িয়ে আছে। অথচ আশ্চর্য, তার মধ্যে মেরীমাকে যেন দেখতে পান মতিলাল পাদরী। "লোকে অনুতাপে নূতন জীবন পায় গো মা" বলে পয়মন্ত শিশুটিকে তিনি মাতৃ দেখভাল করতে উপদেশ দেন। লোকে যতই কুকথা বলুক, তাঁর মনে

হয় — " ভোমরের মত ভালোবাসা আলোকের তলে লুকিয়ে আছে।"

সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, শিশু খ্রীস্টের সঙ্গে জীর্ণ এই পাদরীবাবার ভক্তির একটানের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল ভেতরে ভেতরে। দুটি অসমবয়সী মানুষ যেন পরস্পরের মধ্যে একই রকম নির্ভরতা খুঁজে পায়।

একদিন হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, হিতসাধক মতিলাল দিশি মদের দোকানের অন্ধকার মাচে দেহপসারিনী ভোমরাকে দেখে ফেললেন, এই নগ্ন নির্লজ্জতা, সংশোধনের অতীত এই মানবিক পতন দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে যান —

" এই বীভৎস তিনি আশা করেননি। নিজের গলার স্বর নিজের কানে এসে নবজীবন পেয়েছে, 'তুমি জানো না তুমি কার মা।' নিজেকে অপদস্থ হতে দেখে, বঞ্চিত দেখে, অপমানিত হতে দেখে, বক্ষটি তাঁর ব্যথিত হয়ে উঠল, তাঁর বৃদ্ধ ক্ষমাশীল চোখে জল এল।"

মানুষের প্রতি বিশ্বাস এইভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় ভিতরে ভিতরে সব কিছু যেন ভেঙেচুরে হতে থাকল। তাঁর মনে হল—

" কোথাকার একটা পাশবিক উন্মাদনা চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।"

নিজেকে প্রতারিত বোধ করে মতিলাল এই সন্তানকে ত্যাগ করতে চাইলেন। খানিক ক্রোধে, খানিক হতাশায়, এমনকি শিশুটিকে কোথাও অনেক দূরে রেখে আসবেন ঠিক করলেন। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। একদিন পাদরী শিশুসন্তানটিকে খোলাপাড়ির জঙ্গলে ছেড়ে দিলেন। এই হঠকারিতায় তাঁর দ্বিধা ছিল কিনা, বিপরীতে সন্তুষ্টতা ছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সময় শিশুটির '..বাবব..ওও' বলে ডাক এবং কান্নার শব্দ মনে ভিজে গেল। আত্মক্ষেপে পাদরী বুঝতে পারলেন, মানসিক উত্তেজনায় তিনি এক শিশুর মানবাধিকারকে অকল্পনীয় নির্মমতা দেখিয়ে ফেলেছেন। যা তাঁর খ্রিস্টানী আদর্শের পরিপন্থী। ভালোর কোনাংশে তাই আবার 'প্যারাডাইস রিগেইন', অর্থাৎ প্রেম বিশ্বাসের চেনা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। ক্ষমার অযোগ্য পাপ যেহেতু মাটির পৃথিবীতে নেই, তাই—

" পাদরী নিজের বুকে যেন লাথি মেরে লাফ দিয়ে উঠেই দৌড়ে শিশুর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। শুধু তার ছোট দেহে মুখ ঘষতে ঘষতে ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ও প্রাণ, প্রাণ,' তার হাঁটুতে মুখখানি বুলাতে বুলাতে চোখের জলে ধোয়াতে ধোয়াতে বললেন, আমি সত্যিই খ্রিশ্চান নই গো বাপ,"

আদর্শ খ্রিশ্চান হতে চেয়েছিলেন মতিলাল পাদরী। যার মহত্তম মূল্য ছিল ক্ষমায়, প্রেমে। 'hate the sin, not the sinner' এই মৌলিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে পরমবেদনা অনুভব করেছিল, অনুভব করেছিল জীবনে বাইবেল-বচনের যথার্থ প্রয়োগ বস্তুত কঠিন।

(৩)

'স্নেহ অতি বিষম বস্তু'— ঋষিকল্পের মতো মতিলাল পাদরীও বুঝলেন। আসলে প্রত্যেক বিশ্বাসের মধ্যেই কিছু পরিমাণ অন্ধতা এবং প্রত্যেক অন্ধতার মধ্যেই বোধ হয় কিছু পরিমাণে বিশ্বাস থাকে। একজন মানুষ, একজন সৎ মানুষ, তার সংস্কার, লোকাচার, হয়ত অনায়াসে ছাড়তে পারে, কিন্তু মানবিকতা, তাকে ছাড়বে কীভাবে! মানুষের কাছে এই মানবিকতার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালী, কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গমে' গল্পে দাক্ষায়ণী যেমন তীব্র মমতার অভিঘাতে চূর্ণ করেছিলেন সংস্কারের [illegible], তার প্রাচীর ও পরিখা তেমনি 'মতিলাল পাদরী' গল্পে লোকলজ্জা, লোকাচারের কঠিন প্রাচীর, বলাইয়ের অভিমান ও অন্তর্বেদনা মুছে এই খ্রিশ্চান মানুষটি [illegible] আবার আলোয় ফিরিয়েছেন। 'আমি সত্যিই খ্রিশ্চান নই গো বাপ' এই কথা নিছক কথার কথা নয়, আত্ম সমালোচনা। মতিলাল পাদরীর এই আত্মসমালোচনা আসলে দেশ কাল ধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে [illegible] এই কথাই বলে—

“মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।”

'মতিলাল পাদরী' গল্পটি বাংলার গল্পের ইতিহাসে সত্যিই একটি বিস্ময়— কেননা তার ভালোবাসা সেই ধর্মমত ছাড়িয়েছে।

#

প্রশ্নমালা

(১) "মতিলাল পাদরি" গল্পে মতিলালের মধ্যে যে সাত্ত্বিক মানবতার স্ফুরণ ঘটেছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো

(২) "আমি সত্যিই ক্রিশ্চান নই গো বাপ"— অংশটির মর্মার্থ লেখ।

(৩) "মতিলাল পাদরী" গল্পে মতিলাল অনেক কষ্টে কী তৈরী করেছিলেন?

(৪) "মতিলাল পাদরী" গল্পটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

(৫) মতিলাল পাদরীর গীর্জাটি কোথায় অবস্থিত?

(৬) মতিলাল পাদরীর মায়ের কবরের ক্রুশটি কোন কাঠের ছিল?

(৭) মতিলাল পাদরীর গীর্জাটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

P.T.O

(৮) "কমলটর পাদরী কে এক অনৈসর্গিক আলোর মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল।" কার কোন কথা এখানে বলা হয়েছে?

(৯) "মতিলাল পাদরী" গল্পে মতিলালের কী আশা ছিল?

(১০) বর্ষণ মুখর রাত্রে কে কোথায় সন্তান প্রসব করেছিল?

(১১) বদন হিজরে কি লোকগান গেয়েছিল? গানটির দুটি লাইন লেখো।

(১২) 'ঢকভুরিয়া', 'বেহুড়োলে', শব্দ দুটির অর্থ কী?